87

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 25 APR 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

নিহত অধিকাংশই ছিলেন সদ্য বিবাহিত

ক্যাম্পাসে বেশীর ভাগ হত্যাকান্ড ঘটিয়াছে বৃহস্পতিবার

আনোয়ার আলদীন ॥ কাকতালীয় হইলেও সত্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত ২৪ বছরে যত হত্যাকান্ড এবং বড় ধরনের সন্ত্রাস হইয়াছে তাহার অধিকাংশই ঘটিয়াছে সপ্তাহের বৃহস্পতিবার। এই দিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে অলক্ষুণে দিন। ইহাছাড়া ক্যাম্পাসে খুন হওয়া ছাত্র নেতাদের অনেকেই ছিলেন সদ্য বিবাহিত। স্বাধীনতার পর গত বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতা পার্থ প্রতিম আচার্য হত্যার মধ্য দিয়া এই অবধি ক্যাম্পাসে ৬১ জন খুন হইল। পার্থ মাত্র বছর দেড়েক পূর্বে তাহার বন্ধু বাপ্পীর বোন লিলি আচার্যকে

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৮-এর কঃ দ্রঃ)

ক্যাম্পাসে বেশী হত্যাকান্ড

(প্রথম পৃঃ পর)

বিবাহ করেন। লিলি বর্তমানে ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা। লিলির বাবার বাড়ী রাজবাড়ীতে।ত বৃহস্পতিবার রাতে মানিকগঞ্জের দৌলতপুর গ্রামের বাড়ীতে যখন পার্থ প্রতিম আচার্যের লাশ পৌছে তখন এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। লিলি লাশের পার্শ্বে ৪ ঘন্টা বাকরুদ্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। রাত দেড়টায় পার্থের মুখাগ্নি করিয়া সমাধিস্থ করার পূর্বে যখন হিন্দু রীতিতে পার্থের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়া লিলির সিঁথির সিঁদুর মুছিয়া নেওয়া হয় তখন লিলির বিলাপে আকাশ-বাতাস ভারী হইয়া উঠে। সে বিলাপ করিয়া বলিতেছিল, এখনও দুই বছর হইল না, কেন আমি সিদুর মুছিব? লিলি আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিবে। পার্থের বাবা দৌলতপুর বিবিসি কলেজের প্রিন্সিপাল। ৪ ভাইয়ের মধ্যে পার্থ ছিলেন সকলের বড়।

গত বছরের ১৩ই মার্চ বৃহস্পতিবার ভোরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে খুন হয় দলের নেতা আরিফ হোসেন তাজ। তাজ ছিল বাংলা বিভাগের ছাত্র। ১৯৯৬ সালে আগস্টের শেষভাগে ক্যাম্পাসে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ ও পুলিশের মধ্যে যে ত্রিমুখী সংঘর্ষ হইয়াছিল সেদিনও ছিল বৃহস্পতিবার। ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বরে জগন্নাথ হলে জাকির হোসেন নামে একজন ছাত্রলীগ নেতা প্রতিপক্ষ গ্রুপের হাতে নিহত হন। তাহাও ছিল বৃহস্পতিবার, দিবাগত রাতে। ১৯৯৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার বিল্ডিং-এ প্রতিপক্ষ গ্রুপের গুলীতে নিহত হন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতা জিন্নাহ। তিনি ছিলেন নব বিবাহিত। তাহার বধূর হাতের মেহেদীর রং না মুছিতেই খুনের শিকার হইতে হয়। '৯৪ সালের এপ্রিল মাসে বুয়েটের তিতুমীর হলে খুন হন ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতা অলক। তিনিও ছিলেন সদ্য বিবাহিত। সংগঠনের প্রতিপক্ষ গ্রুপের হাতে তিনি যেদিন নিহত হন সেদিনও ছিল বৃহস্পতিবার। ১৯৯২ সালের ২৭শে অক্টোবর ক্যাম্পাসে বৃহস্পতিবার ভয়াবহ বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয় ছাত্রদলের মীর্জা গালিব, লিটন ও মিজান ছাড়াও দুই টোকাই। মীর্জা গালিব ছিলেন নববিবাহিত। ১৯৯২ সালে সূর্যসেন হলে ছাত্রদল নেতা মামুন খুন হন বৃহস্পতিবার রাতে। দলের প্রতিপক্ষ গ্রুপ তাহাকে হত্যা করিয়া বস্তাবন্দী করিয়া পানির ট্যাংকের মধ্যে ফেলিয়া রাখে। ১৯৯২ সালের ৯ই জানুয়ারী শামসুন্নাহার হলের সম্মুখে খুন করা হয় ছাত্রলীগের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান বাদলকে। তিনি মাত্র ২ হইতে আড়াই বছর আগে বিবাহ করিয়াছিলেন। একটি কন্যা সন্তানও ছিল তাহার। সংগঠনের প্রতিপক্ষ গ্রুপের কর্মীরা বাদলকে সংগঠনের সম্মেলন মঞ্চ হইতে নামাইয়া নিয়া হত্যা করে।

ইহাছাড়া আরও কয়েকজন ছাত্রনেতা খুন হওয়ার মুহূর্তে ছিলেন সদ্য বিবাহিত কিংবা বাগদত্ত। ক্যাম্পাসে এমন একটি কথা চালু আছে যে, ছাত্রনেতা বা ক্যাডার নেতা বিবাহ করিলেই তাহার খুন হওয়া অনিবার্য।